41

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

একুশ আমাদের জাতীয় ঐক্য চেতনা ॥ গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ॥ নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করেছেন। মাসব্যাপী এ গ্রন্থমেলা উদ্বোধনকালে তিনি একুশের চেতনাকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের চেতনা হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা, পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির মহাসচিব আখলাকুর রহমান এবং গ্রন্থমেলা কমিটির সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান।

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

একুশ আমাদের

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রা পৌনে বারোটায় প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করলেও সকাল থেকেই বাংলা একাডেমী ও তার আশপাশে বিপুলসংখ্যক পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর সদস্য দেখা যায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের দেহতল্লাশি করে একাডেমী প্রাঙ্গণে প্রবেশ করানো হয়। নিরাপত্তা ব্যবস্থার কড়াকড়ির কারণে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের অধিকাংশ কর্মচারীই ঢুকতে পারেননি। এমনকি সরকারী দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা—ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবীর খোকন এবং একটি সরকারী সংবাদপত্রের এক মহিলা ফটোসাংবাদিকের প্রবেশ নিয়েও জটিলতার সৃষ্টি হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতার আসনসমূহের সিংহভাগই ছিল মন্ত্রী, সরকারী দলের ও যুবদল-ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের দখলে। লেখক-সাহিত্যিকদের জন্য কয়েকটি সারি সংরক্ষিত থাকলেও সেখানে দেশের প্রতিষ্ঠিত কোন কবি-সাহিত্যিককে দেখা যায়নি। উদ্বোধনকালে মেলার অধিকাংশ স্টলই ছিল ফাঁকা। মেলা উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেন, একুশের বইমেলা এখন লেখক-প্রকাশক-শিক্ষাবিদ-শিক্ষার্থী জ্ঞানপিপাসু মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ আসেন বইমেলায়। মতবিনিময় করেন। ভাবের এই আদান-প্রদানে সহনশীলতার পরিবেশ আরও জোরদার হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

একুশকে আমাদের জাতীয় ঐক্যের চেতনা হিসাবে আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একুশ আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, পরমতসহিষ্ণুতা আর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দিয়ে থাকে।